আমেরিকার প্রতিরোধী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা কবি

অশোক চক্রবর্তী

আমেরিকার কাব্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ এবং মনোযোগ দাবি করে, সামাজিক, রাজনৈতিক অসমতার বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষ, শ্রমলুণ্ঠন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকেই কালো মানুষেরা ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তার কার্যকারণ হিসেবে এঁদের সামাজিক স্থানাংক নির্ণয় অতিশয় প্রাসঙ্গিক। আমেরিকা "গড়ে ওঠা"র সূচনার্পবে দাস ব্যবসা, কৃষ্ণাঙ্গদের আর্থিক সামাজিক বঞ্চনা, যৌন নিগ্রহ এবং পরিকল্পিত শোষণ এদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণিচেতনা গড়ে তুলেছিল। সেই শ্রেণীচেতনার মধ্যে ছিল বঞ্চনার বীজ আর নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে না পারার উপলব্ধি। কথাটি একটু পরিস্কার করে বলা যাক।

দাস ব্যবসায়ের সূচনা হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে। প্রতি বছরে গড়ে আশি হাজার মানুষকে আফ্রিকা থেকে আনা হত প্রধানত তুলো, তামাক আর আখের ক্ষেতে একেবারে প্রায় বিনা মূল্যের শ্রমিক হিসাবে। প্রথম দিকে ব্যবসায়ীরা একটি দাস কিনতেন ১৪ পাউন্ডে, বিক্রি করতেন ৪৫ পাউন্ডে। অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা বৈকি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রায় এক কোটিরও ওপর দাস আমদানি করা হয়েছিল। এইসময় একটি দাসের বিক্রয়মূল্য ছিল প্রায় ১৫০০ পাউন্ড। তখন অনেক দাস পরিবারের চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্ম আমেরিকাতেই জন্মলাভ করেছে। এই জন্মলাভেও একটা লজ্জাজনক ইতিহাস আছে।

১৮৬০ সালে মার্কিন কৃষ্ণকায় মানুষের জনসংখ্যা ছিল ১৩%। রমণীদের শিশু উৎপাদনের হার মাথাপিছু ৯.২%। কেন এবং কিভাবে হত এই অস্বাভাবিক হারে শিশু উৎপাদন? কি ধরণের জীবন যাপন করতেন এই লুঠ করে আনা মানবসম্পদ? কি রকম ছিল নারীদের ভূমিকা? একটি মালিক বা একটি কালো মানুষের চোখে একটি কালো রমণীর মূল্যই বা কি ছিল?

একজন মালিকের সামাজিক স্তর বিভাজন হত এইভাবে-প্রথমে তার স্ত্রী, পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন, তারপর তার মালিকানায় থাকা জমি-জমা, সম্পদ, তারপর তার গৃহপালিত কুকর, গরুঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু আর সবশেষে কতগুলি ক্রীতদাস পুরুষ নারী ও শিশু মিলিয়ে। অর্থাৎ দাসেদের সামাজিক স্থানাংক সর্বনিম্নে, গৃহপালিত পশুদেরও পরে। তবে দাসেরা মালিকের পদবি নিতেন মূলত মালিকানাসত্ব কায়েম রাখার জন্য।

ক্ষেতে শ্রমের ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষে কোন প্রভেদ ছিল না। বরং নারীদের উৎপাদনে ক্ষমতা অধিক বলে ধরা হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন একটি সমর্থ কালো

মানুষের বাজারমূল্য প্রায় পনেরো শো পাউন্ড, তখন মালিকেরা মেয়েদের আর একটি ক্ষমতাকে কাজে লাগালেন। তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকেই তাদের গর্ভবতী করানোর জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা নিতেন। এর অধিকাংশই ছিল বল প্রয়োগ করে কোনো সক্ষম পুরুষদের দিয়ে গর্ভবতী করানো। ক্ষেত্রবিশেষে মালিক বা মালিকের পরিবারের পুরুষও এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন করতেন। আফ্রিকা থেকে লুঠ করে আনার থেকে এটি অনেক সহজ ও সস্তা এবং নিশ্চিত উৎপাদন প্রক্রিয়া।

এই সব সন্তানদের খোলাবাজারে নিলাম করবার একচেটিয়া অধিকার ছিল মালিকের। অর্থাৎ একটি মায়ের তিনটি সন্তান বিভিন্ন পরিবারে বিক্রি হয়ে যেতে পারত। যেহেতু এরা নতুন মালিকের পদবি নিত, তাই ভবিষ্যতে কোন যোগাযোগ না থাকার জন্য এঁদের আর কোন বংশ পরিচিতি থাকত না। যেভাবে একজন কৃষক তার গবাদি পশু ক্রেতানির্বিশেষে বিক্রি করেন, এদের কেনাবেচাও সেরকম ছিল।

এর পাশাপাশি ছিল যৌনঅত্যাচার, যুগপৎ মালিকদের আর কালো পুরুষদের। মালিকদের দিক থেকে আফ্রিকান রমণীদের যৌনসম্ভোগ করা প্রায় অধিকার বলে গন্য হত। রাজি বা অরাজি হবার প্রশ্নই ছিল না। কালো পুরুষরাও এইসব অধিকারবোধহীন অসহায় রমণীদের উপর যৌন অত্যাচার , মানসিক উৎপীড়ন, শারীরিক অত্যাচারের অংশীদার ছিলেন।

অতএব আমরা দেখছি সামাজিক শ্রেণীর শেষ ধাপে থাকা কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেও মেয়েদের স্থান ছিল একেবারে নিচে। ক্রমাগত শাসন শোষণ, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার, লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, নিজের জীবিত সন্তানদের বিক্রি হতে দেখার প্রতিক্রিয়ায় এইসব রমণীদের মধ্যে একটা নিরুপায় চাপা অসন্তোষ আর তীব্র ক্ষোভ জমেওঠা, গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। এই বিক্ষোভ, এই বঞ্চনা থেকে জন্ম নেবেন প্রতিবাদী রমণীরা। সমাজে, রাজনীতিতে,সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও কবিতায় এই দ্রোহ বারবার বিম্বিত হয়েছে বিগত দুই শতাব্দী ধরে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু মহিলা কবিদের কবিতা তুলে ধরব, যেখানে তাঁদের ক্ষোভ আর অসন্তোষ থেকে জন্ম নিয়েছে তীব্র প্রতিরোধী উচ্চারণ। অত্যাচারের কাছে মাথা নত না করে, হাল ছেড়ে না দিয়ে এঁরা সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। Phillis Wheatly (১৭৮৪), Sojourner truth (১৭৯৭-১৮৮৩) Harriet Jacobs (১৮১৩-১৮৯৭), Froncis Watkins Harper (১৮২৫-১৯১১), Charlotte Forten Grimke (১৮৩৭-১৯১৪), Alice Dunbar Nelson (১৮৭৫-১৯৩৫), Gwendolyn Brooks (১৯১৭-২০০০), Maya Angelou (১৯২৮-২০১৪), Audre Lorde (১৯৩৪-১৯৯২), June Jordan (১৯৩৬-২০০২), Nikki Giovanni (১৯৪৩-) , Pat Parker (১৯৪৪-১৯৮৯) Alice Walker (১৯৪৪-), Brenda Mary Osbry (১৯৫৭-), Ntozake Sange (1848-) এবং আরও অনেক উজ্জ্বল মহিলা কবিরা তাঁদের রক্তের বিনিময়ে লেখা কবিতা আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য, এই নিবন্ধে আমরা

নারীদের হতাশা, দোহ আর বৈষম্যের যে চিত্র তুলে দিচ্ছি তা নিতান্তই আংশিক। বাস্তব অবস্থা ছিল আরো করুণ, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর।

এইসব কবিদের শিল্পসৃষ্টি আমেরিকার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি প্রামাণ্য দলিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কবিরা ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ, দাস ব্যবসায় উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সোচ্চার হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর কবিরা লিঙ্গবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন, নারীদের সমানাধিকার ও সমকামিতার সপক্ষে নিজেদের মতামত জানিয়েছে নির্ভয়ে।

ঐতিহাসিক ভাবে প্রথমেই নাম করতে হয় ফিলিস হুইটলি-র (Phillis Wheatty)। আনুমানিক ১৭৫৩ সালে আট বছর বয়সে তাঁকে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা হয়। ইনি মালিকের কাছ থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেক সদয় ব্যবহার পেয়েছেন যা সে যুগে একেবারেই ব্যতিক্রম বলা যায়। কেননা সেসময় দাসদের লেখাপড়া শেখা একটা অলীক ও অসম্ভব স্বপ্ন ছিল। মালিক পত্নী তাকে বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যে, ইতিহাস পড়তে উৎসাহ দেন। পুরুষ রমণী নির্বিশেষে এই প্রথম একজন কালো মানুষের গ্রন্থ একটি ক্রীতদাসের গ্রন্থ, আসলে ক্রীতদাসীর গ্রন্থ প্রকাশিত হল ১৭৭৩ সালে। প্রথমদিকের লেখায় এই সভ্যদেশে আসার জন্য "বেশ তো ভালো আছি" থাকলেও পরে তিনি সামাজিক অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেন। একটি কবিতাংশ তুলে দিলাম ঃ

কবে সেই বালিকা বয়সে
আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে
আফ্রিকার প্রান্তদেশ থেকে
আমার মায়ের বুক থেকে
দয়াহীন মায়াহীন তুমি
এখানে বিদেশ মরুভূমি

শুধুই কি বঞ্চনা নিষ্ঠুর
আমার সে দেশ বহুদূর
তবুও প্রার্থনা করি আজ
ও আমার কঠিন সমাজ
মায়ের কোমল বুক থেকে
ছিনিয়ে নিও না শিশুটিকে

Sajourner Truth (১৭৯৭-১৮৮৩), শুধুমাত্র নারী হয়ে জন্মানোর জন্যে বঞ্চনা পেয়েছেন সেকথা তাঁর কবিতায় সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন, একদল ভেড়া আর এই ক্রীতদাসীকে দুশো ডলারে বিক্রি করা হয়। পরে আর তিনবার এঁকে নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল।

আমিও কি নারী নই।
দ্যাখো, আমাকে দুচোখ মেলে দ্যাখো
দ্যাখো আমার এই দুই বাহুর শক্তি আর কর্ষণ ক্ষমতা
মাঠে মাঠে শস্য রোপণ করেছে এই দুই হাত
সঞ্চয় করেছে ভাঁড়ার ভরে
তোমরা পুরুষেরা হেরে গেছ আমার শ্রমের কাছে
তবু তুমি বলবে আমি নারী নই!

Harriet Jacob (১৮১৩-১৮৯৭) তাঁর উপর মালিকের পরিকল্পিত যৌন অত্যাচারের কাহিনি লিখে গেছেন। পালিয়ে গিয়ে একটি খামারবাড়ির মাচার উপর অনেক বছর আত্মগোপন করেছিলেন নিজের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য।

Ann Spencer (১৮৮২-১৯৭৫) : সেমিনোল ইন্ডিয়ান ট্রাইব। তাঁর কবিতা "হোয়াইট থিংস" সাদা কালোর বৈষম্য বিভাজন রেখার উপর তীব্র আলোকপাত করে।

Francis Watkins Harper (১৮২৫-১৯১১) একজন ক্ষমতাবান কবি, সারা জীবন যুদ্ধ করছেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে, লিখেছেন অজস্র মৌলিক প্রতিবাদী কবিতা। এঁর "স্লেভ অকশন" কবিতাটি একটি অসহায় মায়ের নিজের সন্তানকে বিক্রি হতে দেখার কান্না ও বেদনার ছবি। নয়টি কাব্যগ্রন্থের লেখিকা। দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর উক্তি "অপরাধের কোন লিঙ্গ নেই। অথচ অহংকারী অপরাধী পুরুষটি সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাস করে। আমাকে দোষ দিও না যদি আমি চিন্তা করতে শিখি"।

বিক্রি শুরু হল কিশোরী মেয়েদের
দারুণ বিচলিত আমরা অসহায়
ফুঁপিয়ে কাঁদে তারা গভীর শংকায়
তাদের বেদনাটি সহজে চেনা যায়

মায়েরা নিশ্চুপ চোখের কোলে জল
তাদের প্রিয় বাছা হবে যে বিক্রয়
তাদের হাহুতাশ তাদের কান্নায়
ক্রেতারা তোলে দাম সোনার বিনিময়

তাদের ভালবাসা সহজ বিশ্বাস
বালু ও পাথরের মধ্যে ডুবে যায়
এসব যুবতীর দয়িত নেই আর
হবে না কোনদিন প্রেমের সংলাপ

এসব মানুষের একটি মহাপাপ
তাদের চামড়ার বিষম কালো রং
অবোধ শিশুগুলি ভয়েতে থরথর
সবাই চুপচাপ এবং শংকিত

আমার ভালবাসা গভীর কবরেই
কেঁদেছে অবিরাম মাটিতে মাথা কুটে
কখনো জানবে না স্তনের হাহাকার
যখন কেড়ে নিলে আমার সন্তান

বিপুল ভারবাহী ক্লান্ত সময়েরা
হৃদয়ে চেপে ধরে ভীষণ নির্বাক

Francis Harper এর আর একটি শৃঙ্খল মুক্তির কবিতাংশ ঃ

সে আর শিকারী কুকুরের গন্ধ পাবে না
বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে আর তারা করবে না হিংস্র শিকারীরা
মালিকের গালমন্দ আর শিকলের ঝন্‌ঝনা,
শুনতে হবে না অদ্ভুত সব শব্দজাল
দারিদ্র বিপদ আর মৃত্যুকে ভয় নেই তার
কেননা তার সন্তান এখন স্বাধীন, শৃঙ্খলমুক্ত

Gwendolyn Brooks এর (১৯১৭-২০০০) কবিতায় ফুটে উঠেছে আফ্রিকান হিসেবে একটি সংহত শক্তি ও ব্যাপক চেতনার কথা। প্রতিরোধ গড়ে তোলা আর লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য অবিরাম পথ চলা। ১৯৫০ সালে তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ লেখকদের মধ্যে প্রথম পুলিটজার পুরস্কার পান। তাঁর একটি কবিতাংশ ঃ

তুমি জানতে না তুমি নিজেই আফ্রিকা
জানতে না তুমি যাচ্ছ, কৃষ্ণমহাদেশে পৌছতে গেলে
তোমার কাছেই যেতে হবে
কখন সূর্যোদয়, আমি বলতে পারব না
পথ চলতে গিয়ে তোমার মধ্যে হিরণ্যগর্ভ চেতনার জন্ম হবে
আমি বললে তুমি বিশ্বাস করনি

যৌবনের উষ্ণ সরণি দিয়ে একসঙ্গে পথচলার সময় একথা বলায়,

তুমি মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিয়েছিলে, কিন্তু হৃদয় থেকে বিশ্বাস করনি
এই নাও কিছু সুখ, এই নাও কিছু দুঃখ
দুর্গম চড়াই উত্তরাই, ঝিমধরা মরুভূমি, বিপদসংকুল পথ
এইসব পেরিয়ে তোমাকে পৌঁছতে হবে পৌঁছতেই হবে,

Maya Angelou (১৯২৮-২০১৪) ঃ কবি, নৃত্যশিল্পী এবং গায়িকা। পাচকের কাজ করেছেন, নৈশক্লাবে নেচেছেন, বেশ্যাবৃত্তি করেছেন বেঁচে থাকার জন্য। ১৯৬৯ এ "I know why the Cagebird Sing's তাঁকে দ্রুত খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তাঁর ৯ খন্ডের আত্মজীবনীকে অনেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করেন। ১৯৬০ সালে ম্যালকম-এক্স এর সঙ্গে পরিচয়। চারজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিশেষত ক্লিটন ও ওবামার সঙ্গে ছিল প্রায় আত্মিক সম্পর্ক।

Mey Lee ঃ তাঁর প্রমাতামহী, মালিক John Sevin-এর দ্বারা গর্ভবতী হন। জন নিজেকে দায়মুক্ত করার জন্য জোর করে লিখিয়ে নেন যে আগত সন্তানের পিতৃত্বের দায় তাঁর নয়। এই ব্যাপারটি আদালতে উঠলে জন সেভনি বেকসুর খালাস পান। Still Rise একটি উদ্বৃতি ঃ "তোমার মিথ্যেরমোড়কে তুমি আমার ইতিহাস লিখতে পার, তুমি আমাকে ধূলোর অবহেলা করতে পার, কিন্তু আমি ধুলোর মতই উত্থিত হব"। এঁর কোন কবিতার অনুবাদ আপাতত আমি এই নিবন্ধে দিলাম না।

Audre Lordes (১৯৩৪-১৯৯২) ছিলেন নারীশক্তির সদাজাগ্রত প্রতীকও প্রবক্তা। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ছিলেন লেসবিয়ান। নিজেই বলতেন আমি একজন লেসবিয়ান, কবি ও মা কওমা। দুটি কবিতাংশ ঃ

এখন
নারীশক্তি হল কালোমানুষের শক্তি
মানবিক শক্তি হল সবসময় নিজের হৃদস্পন্দন অনুভব করা
যখন আমি চোখ খুলি, আর হাতদুটো নড়াচড়া করি
আমার মুখ কথা বলে, আমি তখন আমি
কিন্তু, তুমি কি প্রস্তুত ?

শক্তি
দশ বছরের বালকটিকে গুলিবিদ্ধ করে
জুতোশুদ্ধ লাথি মেরে সে বলে উঠেছিল—
মর মর তুই, নিগার, মাদার ফাকার
বিচারের সময় তার জবানবন্দী ছিল—
আমি আর কিছু দেখিনি, গায়ের রং দেখেছি শুধু

এ সবই আদালতে নথিভুক্ত, টেপ করা আছে
এই সাঁইত্রিশ বছরের পুলিশ অফিসারকে
এগারো জন সাদা জুরি
আইনত বেকসুর খালাস বলে রায় দিয়েছিল।

Jayne Cortez (১৯৩৪-২০১২) ছিলেন জ্যাজ গায়িকা এবং কবি। তাঁর কবিতাতেও সংঘবদ্ধ হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা।

আমরা যদি না লড়াই করি, প্রতিরোধ করি
সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ না হই
নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে না নেই
তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব, ধ্বংস।
আমার অবস্থা হবে বন্দিদের মত
পরাজয় মেনে সুখে থাকা যায়, অনেকটা আত্মহত্যা
আর ভয় পেয়ে যাওয়ার অমানুষিক দৃশ্য।
শোষণের অবিকল্প দুর্গন্ধ আমাদের তাড়া করে বেড়াবে চিরকাল
তাহলে সেটাই শেষ পরিণতি।

June Joran (১৯৩৬-২০০২) লিখলেন,

আমাকে ধর্ষণ করা হল
কেননা আমি সঠিক লিঙ্গ নিয়ে জন্মাইনি
বয়স ঠিক নয়, চামড়াও নয়
নাক, চুল, ঠোঁট, সবই বেঠিক
আর আমার স্বপ্ন ও চাহিদার কোনো মানে নেই
সব থেকে বড় কথা
আমি আমার ঠিক ঠিক ভুগোলের মধ্যে নেই

Alice Walker (১৯৪৩-) একজন বিশিষ্ট কবি। ১৯৬৩ সালে পুলিটজার পুরস্কার পান। "নিগার আর লেসবিয়ানদের একমাত্র অপরাধ হল তারা নিজেদের ভালবাসে"। Tracy Chapman-এর সঙ্গে তাঁর সমকামী সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ১৯৫২ সালে একটি চোখ নষ্ট হয়। তাঁর উপন্যাস এর সার্থক চিত চিত্রায়ণ সেখানে তুলেধরা হয়েছে আইন অনুশাসিত সামাজিক বৈষম্যের বিভিন্ন দিক। তাঁর মানসিকতা ও কর্মকান্ডের ইঙ্গিত নিচের কবিতাংশটি ঃ

আমি যদি প্রেসিডেন্ট হতাম
তবে প্রথমেই আমি মুমিয়া আবদুল জামালকে ডাকতাম

নাহ, আমি প্রথমে লেনার্ড পেলতিয়েরকে,
আমি ভ্যাগাবন্ড জন ক্রুদেলকে ডাকতাম
না, না, হতভাগা দেনিস ব্যাঙ্ক - কে।
আর এলিস ওয়াকার তো নিশ্চয়
তারপর একটা বড়সড় প্রেস কনফারেন্স করতাম
বলতাম—এবার আমাদের জেলখানা থেকে বেরোনোর সময় হয়েছে
যদি এলিস কে না পাও তাহলে জানবে
সে মোলোকাই, মন্দাচিনো, মিস্কিকো বা গাজায় জেল অবরোধ করছে
নয়তো শালোয়ার কামিজ পরে দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে

কবিতার উল্লেখিত নামগুলি আমেরিকার প্রবাদপ্রতিম প্রতিবাদী চরিত্র এক একজন।

"অত্যাচার" কবিতায় তাঁর অবিরাম প্রতিরোধ করার সার্বিক ঘোষনা ঃ

তোমার মায়ের ওপর অত্যাচার হলে একটি বৃক্ষ রোপণ কর
তোমার পিতা, ভাই, বা বোনের ওপর অত্যাচার হলে আরো একটি করে
তোমার কল্যানকামী নেতা বা প্রেমিক নিহত হলে আরো একটি
তোমার ওপর অত্যাচার হলে - বৃক্ষ রোপণ কর।
আর ওরা যখন জঙ্গল কেটে ফেলতে থাকবে
তুমি আরো বৃক্ষ রোপণ করবে-শুরু করবে একেবারে গোড়া থেকে।

Nikki Giovanni (১৯৪৩—) ভার্জিনিয়া টেকনোলজিকাল স্কুলে ৩২ জনকে হত্যা করা হয়। সেই শোকসভায় জিওভান্নি একটি কবিতা পাঠ করেন :

এই শাস্তি পাবার জন্য আমরা কিছুই করিনি
এটি আমাদের প্রাপ্য ছিল না
যে আফ্রিকান শিশুটি এইডস-এ মারা গেল
কিছুই করেনি সে, কিংবা সেই কিশোর
যাকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করল উন্মাদ সৈন্যরা
কিংবা সেই হস্তিশাবকের মা,
শুধু আইভরি থাকায় যাকে মৃত্যুবরণ করতে হল
অথবা, শুধু জল খেতে চেয়েছে বলে যে মেক্সিকান বালকটিকে মরতে হল
.... আমরা জীবিত থাকব, আবার জেগে উঠব

Pat Parker (১৯৪৪-১৯৮৯) ব্যক্তি জীবনে ইনি লেসবিয়ান। জোর দিয়েছেন নিজের ভিতরের শক্তির ওপর। ক্যান্সার হয়ে মারা যান মাত্র ৪৫ বছর বয়সে। 'ব্ল্যাক প্যান্থার'

আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। লেপবিয়ান সম্পর্কের ওপর প্রচুর ইরোটিক কবিতা লিখেছেন। আত্মশক্তির সপক্ষে তাঁর একটি কবিতাংশ তুলে দেওয়া হল ঃ

নিজের মধ্যে শক্তি নিয়ে জেগে ওঠ
দীর্ঘ, দীর্ঘ দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ ঘোষণা কর
মাথা উঁচু করে সগর্বে বলে ওঠ—
আমি কখনো নিচু হয়ে থাকব না
প্রয়োজনে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠ—
এতটুকু কম পেলেও আমি আপোষ করতে নারাজ

Goat Child -এর কবিতাংশ ঃ

গরিব মানুষেরা ট্রাফিক টিকেট পায়
এটি একেবারে আইনি ব্যাপার

খাবার চুটি করলে কারাদন্ড হবে, আইন আছে না!
মিনি স্কার্ট পরা পুলিশ, তোমার বাড়িতে হামলা করে জানতে চায়
তুমি যথেষ্ট হতভাগ্য কিনা, তোমার হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ে যাওয়া বাড়ি
সরকারি করুণা আর অনুদান পাওয়ার জন্য।
আমার ভগ্নিপতি আমার বোনটিকে ধর্ষণ করে মেরে ফেললে
আইন বলেছিল - ধর্ষণ করে কি
নিজের স্ত্রীকে মেরে ফেলা যায়!

Angele Davis (১৯৪৪-) একটি কবিতা "Who Am I?" Lesbian। ডেভিস নিজেদের সমকামী আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠা করছেন।

এই কবিতা প্রতিটি নারীর জন্য/যারা ঘুমের মধ্যে কাঁদে
একাকী বিছানায় বিনিদ্র রাত কাটায়।
এই কবিতা সেই সব রমণীদের জন্য/যারা আহত হবার ভয় পায় না
যাদের হৃদয় ইতিমধ্যে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।
তারা যেন কিছুটা বিশ্বাস ফিরে পায় এই কবিতা থেকে। ...

... হে রমনী! তোমরা সকলেই রমণীয়
সব ঠিক হয়ে যায় তুমি যদি নিজের প্রতি আস্থা রাখ।
সব থেকে বড় কথা, নিজেকে ভালবাসতে শেখ।

Ntozake Shange র (১৯৪৮-) একটি কবিতাংশ ঃ ঘেমে গেলে, দৌড়লে,

প্রেম করার সময়/ভয় পেলে/ এমনকী সুখী হলেও/তোমার চুলে গোড়া অসম্ভব কুঞ্চিত থাকে"।

I Am Ten Months Pregnant কবিতাটিতে আছে গর্ভের শিশুর সঙ্গে আলাপচারিতা। নিজের সঙ্গেই কথোপকথন আসলে।

শেষ পর্যন্ত আমি আমার গর্ভের সন্তানকে বলে উঠলাম
তুমি একটি অপরিহার্য জীবন
সে আমার গর্ভে চমকে উঠল
বললাম - তুমি নিজেকে কি ভাবে দেখবে সেটা
একান্তই তোমার উপর নির্ভর করছে।

Bronda Mary (১৯৫৭-) History and other Poem কাব্যগ্রন্থে trans atlantic slave trade এর উপর তীব্র শ্লেষাত্মক কষাঘাত করেছেন।

কোলন আর কলোনি ভাষাগত ব্যবহার মাত্র।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইস্ট ইন্ডিজ, ফ্রেঞ্চ আর ডাচ ইন্ডিজ কোম্পানি
এইসব নানারকম ব্যবসার ব্যাপার স্যাপার আর কি
তারপর মার্কিন আইল্যান্ডস, রয়াল আফ্রিকান, ফ্রেঞ্চ সেনেগাল
সান্তো দোমিনগো, ফ্রেঞ্চ লুইসিয়ানা এইসব শতশত কোম্পানি

হাজার হাজার কোম্পানি, ভাল কোম্পানি নিশ্চয়
এরা আরো ভালো কোম্পানি হত, যদি জানত কখন পাততাড়ি গোটাতে হয়।

এরা নিবন্ধে প্রতিনিধি স্থানীয় মাত্র কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে। অন্তত আরো তিরিশ জন মহিলা কবি এই তালিকায় উল্লেখিত হতে পারেন এবং আলোচিত হবার অধিকার রাখেন। মায়া এঞ্জেলুর কবিতার কোন অনুবাদ এখানে দেওয়া হয়নি ; চারজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্নেহধন্য এই কবির সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি আছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে। ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ইচ্ছা রইল। সব কবিতা গুলিব, অনুবাদ এই প্রতিবেদকের।

[অশোক চক্রবর্তী পাঁচ দশক বিদেশবাসী। পেশায় প্রযুক্তিবিদ ও প্রশাসক। ১৪টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত 'আন্তর্জাতিক প্রতিরোধী কবিতা উৎসব-এর প্রাক্তন সভাপতি।]